দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

মাধ্যমিকে শিক্ষক সংকট আর কতকাল?

১২ জুন, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শিক্ষার সর্বাধিক ভূমিকার কথা আমরা সবাই জানি। সুশিক্ষিত, সভ্য এবং সৃষ্টিশীল মানুষ তৈরির কারখানা হইল বিদ্যালয়। এখন সেই বিদ্যালয়সমূহে যদি শিক্ষক সংকট দিনের পর দিন চলিতে থাকে, তবে তাহার প্রভাব সামগ্রিকভাবে প্রকৃত মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রেও পড়িতে বাধ্য। একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষকে যদি বহুতলবিশিষ্ট ইমারতের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে এই ইমারতের প্রধান ভিত হইল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষার বড় দুর্বলতা এই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরেই। তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকার মোটামুটি জাতীয়করণ করিয়া ফেলিয়াছে বিধায় মাধ্যমিকের তুলনায় প্রাথমিকের অবস্থা তুলনামূলক ভালো। আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি, বাংলা এবং গণিতে যে অধিক দুর্বল—তাহার কারণ মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি স্তরে শিক্ষার মানের ঘাটতি। মাধ্যমিক পর্যায়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই মানসম্পন্ন ও ন্যূনতম সংখ্যক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেও শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারে না।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় দিক লইয়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দফতরের (মাউশি) উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকগণ জানাইয়াছেন, মূল সংকট হইল পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব। বিগত দেড় বৎসরের বেশি সময় ধরিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। দেশব্যাপী এইসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০ হাজারের বেশি শিক্ষকের পদ খালি রহিয়াছে। ফলে মানসম্মত শিক্ষাদান দূরের কথা, শিক্ষা কার্যক্রমই বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে বহুক্ষেত্রে। এইদিকে মাউশি'র তথ্যমতে, সারা দেশে ৩৩১ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। ইহার সহিত নূতন করিয়া ১৪২টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হইয়াছে। জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়গুলি বাদে আগের ৩৩১টি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের ২ হাজার ২৬৩টি পদ শূন্য। এমনকী প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক পদেও সংকট চলিতেছে। মাউশি ইহাও জানাইয়াছে যে, জনবল-সংকট চলিতেছে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনেও। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদিত ৬৪টি পদের মধ্যে কর্মরত রহিয়াছেন ৪০ জন। অন্যদিকে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার ৬৪টি পদের মধ্যে সবগুলিই শূন্য রহিয়াছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদটি ২০১২ সালের ১৫ মে তৃতীয় শ্রেণি হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। ইহার পর নিয়োগবিধি সংশোধনের অভাবে সেই নিয়োগ বন্ধ ছিল অনেক দিন ধরিয়া। এখন নিয়োগবিধি হইয়া গিয়াছে। শিক্ষক সংকট নিরসনের জন্য ৩৫ তম বিসিএসের মাধ্যমে নন-ক্যাডার হিসেবে প্রায় ৭০০ শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলিতেছে বটে এবং নিয়োগবিধি হইয়া যাইবার পর ১ হাজার ৩৭৮ জন শিক্ষক সরাসরি নিয়োগের জন্য পিএসসির নিকট প্রস্তাবও পাঠানো হইয়াছে। এই নিয়োগগুলির ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ কাম্য নহে। মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষা কোনোভাবেই জোড়াতালি দেওয়ার খাত নহে। ইহা এমন একটি ক্ষেত্র, যেইখানে কোনো ঘাটতি দীর্ঘদিন বিরাজ করিলে ভবিষ্যতে সকল খাতেই ইহার নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষক সংকট নিরসনে কোনো প্রকার অবহেলা বা কালক্ষেপণ মোটেই কাম্য নহে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত